সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে বাংলাদেশ পাড়ি দিচ্ছে মহাপ্রভুর পাদুকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নবদ্বীপ : বাংলাদেশ যাচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদুকা। আগামী ১২ জুন নবদ্বীপ থেকে তা বাংলাদেশ যাবে। সেখানে চারদিন থাকবে। পাদুকাটি প্রায় ৫০০ বছরের পুরনো। এই প্রথমবার তা দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মহাপ্রভুর বাণী ও আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।কথিত আছে, আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে মহাপ্রভু স্বয়ং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে এই পাদুকা দিয়ে গেছিলেন। পাদুকাটি তারপর থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া সমিতির কাছে রয়েছে। এবার সেই পাদুকা বাংলাদেশ নিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়া সমিতি। নবদ্বীপ থেকে তা নিয়ে যাওয়া হবে দমদম। ১২ জুন সকালে আকাশপথে দমদম থেকে পাদুকা পৌঁছবে বাংলাদেশ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা মহাপ্রভু বারবার বলেছেন। মহাপ্রভুর সেই আদর্শ দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে গিয়েছে। তবে, মহাপ্রভুর পাদুকা বাংলাদেশে নিয়ে গেলে সেখানকার মানুষ আরও বেশি করে মহাপ্রভুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন নবদ্বীপ মহাপ্রভুর মন্দিরের সেবাইত সুদিন গোস্বামী।সুদিন গোস্বামী বলেন, '১২ জুন বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মহাপ্রভুর পাদুকা। এই দিনটি আমাদের সকলের কাছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রথমবার পাদুকা দেশের বাইরে যাচ্ছে। সব সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যাতে সম্প্রীতি ছড়িয়ে পড়ে, সে জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা।'

জগাছার প্রেস কোয়ার্টারের ঝিলে মৃতদেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : হাওড়ার জগাছার প্রেস কোয়ার্টারের ঝিলে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সাঁওতালদের ক্লাবের পাশের ঝিলে এই মৃতদেহ উদ্ধার হয়।জগাছা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। প্রথমে মৃতদেহ পরিচয় জানা যায়নি। পরে মৃতদেহ শনাক্তকরণ করা হয়।জানা যায় মৃতদেহটি তুষার ঘোষের।বাবা তারকনাথ ঘোষ জগাছা থানায় এসে মৃতদেহ শনাক্ত করেন। তিনি শুভম অধিকারি ও অন্যান্য যারা ফোনে তুষার ঘোষকে হুমকি দিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে জাগাছা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।তারপর জগাছা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। এই ঘটনায় কেস নম্বর। শুভম অধিকারী সহ ৪ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। সোমবার এই অভিযুক্তদের পুলিশ হাওড়া আদালতে তোলে। পুলিশ তাদের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করেছে।

সুডোকু মেলাও — বুদ্ধি বাড়াও

						1		
8		2					6	9
	9		4					7
	7		5					6
4	5		9		1		2	3
1					8		9	
5					6		7	
7	2					6		1
		6						

গতকালের সমাধান

7	8	9	5	4	2	1	6	3
5	1	6	9	8	3	7	4	2
4	2	3	6	1	7	5	9	8
9	5	7	8	3	6	4	2	1
3	6	1	2	5	4	8	7	9
8	4	2	7	9	1	6	3	5
1	7	5	3	6	9	2	8	4
2	3	8	4	7	5	9	1	6
6	9	4	1	2	8	3	5	7

আবহাওয়া

পূর্বাভাস: মঙ্গলবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ৩৪ ডিগ্রি ও ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। **তাপমাত্রা:** সোমবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩৪ ডিগ্রি ও ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।**আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** সর্বাধিক৬৮ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ৪।৫১, **সূর্যাস্ত:** ঘ ৪:৫১ **জোয়ার**:সকাল: ১২:৩২। **ভাঁটা**:দুপুর : ৭:৩৫।

— সমাধানের নিয়ম —

এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

সোনা-রুপোর বাজার দর

	টাকা
পাকা সোনা (১০গ্রাম):	৩১,৩২০
গহনা সোনা (১০ গ্রাম):	২৯,৫১৫
হলমার্কগহনা: (২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম):	৩০,১৬০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি):	৪১,৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি):	৪১,৮০০

সৌজন্যে: পশ্চিমবঙ্গ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাজার দর (মূল্যযুক্ত কর আলাদা)।

মুদ্রা বিনিময় হার

RBI REFERENCE RATE

INR / 1 USD	67.3353
INR / 1 Euro	79.5230
INR / 100 Jap. YEN	61.2400
INR / 1 Pound Sterling	90.3707

শেয়ার সূচক

BSE	35,483.47 ▲	(-39.80)
NIFTY	10,786.95 ▲	(-19.30)

শব্দলিপি- ১২২০

অলিভিয়া বিশ্বাস

পাশাপাশি ঃ ১। উননব্বই সংখ্যা ৪। ঈশ্বরবিশ্বাসী ৫। চন্দ্রদেব ৭। অপকার ৮। ভাদ্রমাস ১০। অপমানিত ১২। অশ্রু ১৩। হৃদয়াবরণ

উপরনীচ ঃ ১। স্বীকারপত্র ২। কৌতুক ৩। তিব্বতের ভাষা ৪। সহজভাব ৬। কাগজি মুদ্রা ৯। বৃক্ষে উইপোকা ১০। ব্যঙ্গে আত্মসাৎ ১১। নৃত্যশিল্পী

সমাধান ঃ শব্দলিপি - ১২১৯

পাশাপাশি ঃ ১। বাসভূম ৪। আন্দাজ ৬। উচ্চনাসা ৭। মামলাবাজ ৯। লতাবিতান ১১। কমলিনী ১৩। লড্ডুক ১৪। লগনসা

উপরনীচ ঃ ২। সমৃদ্ধ ৩। মনসামাতা ৪। আলবোলা ৫। জনকজননী ৬। উথালপাথাল ৮। মনকমল ১০। বিধায়ক ১২। লিনেন

হাওড়ার উলুবেড়িয়ার গোডাউনে ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : বৃষ্টির ভ্রুকুটি নিয়ে রাতে শুয়েছিলেন গোডাউনের কর্মীরা। সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মীরা নিশ্চিন্তেই ঘরে ফিরেছিলেন। কিন্তু সোমবারের সকালটা যে এত খারাপ হবে তা জানতে ও বুঝতে পারলেন তাঁরা গোডাউনের হোগলায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের খবরে। অভিযোগও এই গোডাউনে বেআইনিভাবে মজুত ছিল হোগলার স্তূপ। মাঝে মাঝেই সেখানে আগুন লাগে। অথচ অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা সেখানে সঠিক ছিল না। আর এখানেই কর্মকর্তাদের অশান্তির কারণ।

স্থান হাওড়ার উলুবেড়িয়া ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে নিমদিঘি। সময় সোমবার ভোররাত। হঠাৎই উলুবেড়িয়া নিমদিঘির ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে হোগলার গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের চারটি ইঞ্জিন। প্রায় চার- পাঁচঘণ্টার চেষ্টায় দমকল কর্মীরা অত্যন্ত তৎপরতায় এই আগুন নেভায়। আগুনের ভয়াবহতা এত বেশি ছিল যে গোডাউনের পাশের দুটি বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তার হতাহতের কোনও খবর নেই।

অভিযোগ, জাতীয় সড়কের পাশে বেআইনিভাবে গড়ে উঠেছিল এই গোডাউন। ছিল না কোনও অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা। দমকল তদন্ত করছে।

৯ বছরের সাজা শেষে তৃণমূলে ফিরলেন তন্ময়

নিজস্ব সংবাদদাতা, মধ্যমগ্রাম : ৯ বছরের 'সাজা' শেষ। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, পূর্ণেন্দু বসুর হাত ধরে ফের দলে ফিরলেন রাজারহাটের প্রাক্তন তৃণমূলের বিধায়ক তন্ময় মণ্ডল। রবিবার মধ্যমগ্রাম জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়। তন্ময়বাবু বলেন, 'আমি প্রতিটা দিন মরছিলাম। মনে করতাম, যদি মৃত্যু হয় তাহলে লড়াই করেই মরা উচিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখেই আমি লড়াই করব।'

২০০৯ সালের ২৩ আগস্ট দল থেকে সাসপেন্ড হন তন্ময়বাবু। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, রাজারহাট -নিউটাউনে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে তলে তলে সিপিএমকে সাহায্য করেছেন। বৈদিক ভিলেজকাণ্ডেও তাঁর নাম জড়ায়। তা জানতে পেরে প্রকাশ্য সভা থেকে তন্ময়বাবুকে তিরস্কার করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাসপেন্ডও করা হয়।

এরপর কেটে গেছে ৯টা বছর। সাজা কাটিয়ে ফের দলে ফিরলেন তন্ময় মণ্ডল। তাঁকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তন্ময়বাবু দলে ফিরে আসায় খুশি জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, 'তন্ময়দা আসায় দল আরও শক্তিশালী হল। রাজারহাটে পূর্ণেন্দু বসুর সঙ্গে কাজ করবে। জেলাতেও আমাদের ক্ষমতা বাড়ল। পরিষ্কার কথা, তন্ময়দা কোনওদিন অন্য দলে যায়নি। অন্য দলে যাওয়ার চিন্তাও করেনি। অন্য দল থেকে প্রস্তাব দিয়েছিল। অনেকেই বলেছিলেন, দলে যোগদান করলে বিধায়ক করবে, অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে। কিন্তু, উনি বলেছেন, না । আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের শরিক হতে চাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিফ হতে চাই।'

পূর্ণেন্দু বসু বলেন, '২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত রাজারহাটের বিধায়ক ছিলেন তন্ময়। যে কোনও কারণেই হোক দলে তাঁর নিজস্ব জায়গা একটু দূরে চলে গেছিল। আমরা অত্যন্ত সচেতনভাবে দলে ফিরিয়ে নিয়েছি। এটার মধ্যে দিয়ে আমরা বলতে চাই, বিভিন্ন স্তরে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্বের খবর চারিদিকে তৈরি করা হয়। সেটা সত্য নয়। আমরা সবাই একসঙ্গে চলতে জানি। আমরা সবাই একসঙ্গে চলি, এটা জেলার প্রতিষ্ঠিত করলাম। আমি একটা কথা জানিয়ে রাখি, বালু (জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক) ক্যাবিনেট মিটিংয়ের নেত্রীর কাছে তন্ময়কে দলে ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করেন। আমরা দু'জনে তাঁর দ্বারা নির্দেশিত হই যে আমরা একসঙ্গে বসে, একসঙ্গে এসে তন্ময়কে দলে নেব।

অর্থাৎ, তন্ময়কে দলে নেওয়ার বিষয়ে নেত্রীরও অনুমোদন করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা স্পষ্টভাবে আপনাদের কাছে বলতে চাই, দায়িত্ব পাওয়ার পর এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে রাজারহাটের জমির বিষয়ে যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেসময় থেকে আজ পর্যন্ত রাজারহাটে এক ইঞ্চি জমি জোর করে দখল করা হয়নি। আমাদের সেসময়ের যা বক্তব্য ছিল সেই জায়গাতেই আছি।'

পূর্ণেন্দুবাবুকে প্রশ্ন করা হয়, তন্ময়বাবুর সেসময়ের যে ভূমিকা ছিল তা কি ঠিক মনে করছে দল? জবাবে তিনি বলেন, 'দেখুন দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আলোচনা করব না।

একজন মানুষ ৯ বছর পার্টির বাইরে থেকে তাঁর জীবন কাটালেন। তিনি অন্য কোনও দলে যাননি। বারবার আমাদের কাছেই ফিরে এসেছেন।' তার মানে সাজা শেষ হল তন্ময় মণ্ডলের? জবাবে পূর্ণেন্দুবাবু বলেন, 'দেখুন এটাও সংগঠনের সংবিধান অনুযায়ী হয়। আপনারা জানেন যদি কেউ সাসপেন্ড হয় তাহলে ৬ বছর সাসপেনশন থাকে। উনি তো তার অনেক বেশি বাইরে ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে দল তার সংবিধান অনুযায়ী ফিরিয়ে নিয়েছে।'

বরানগরের কার্যালয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মকুমারী বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত তামাক বর্জন দিবসে এক বিশেষ অনুষ্ঠান।

দেগঙ্গায় পণের জন্য যুবতীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দেগঙ্গা : পণের জন্য এক যুবতীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। সীমা মল্লিক (১৮) নামে ওই যুবতী বর্তমানে আরজিকর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

তাঁর শ্বশুরবাড়ি দেগঙ্গা থানার শ্বেতপুর এলাকায়।

বছর দুয়েক আগে উত্তর ২৪ পরগনার শাসন থানার তেঘরিয়া এলাকার সীমার সঙ্গে দেখাশোনা করে বিয়ে হয় শ্বেতপুর গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় মল্লিকের। সীমার বাপের বাড়ির অভিযোগ, বিয়েতে দাবি মতো টাকা, গয়না, আসবাবপত্র দেওয়ার পরও আরও পণের দাবিতে প্রায়ই মেয়ের উপর অত্যাচার হত। রবিবার তা চরম আকার নেয়। স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ির সঙ্গে পণ নিয়ে বচসা হয় সীমার।

অভিযোগ, সীমার গায়ে কোরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সীমার দাদা সুমন মণ্ডল বোনের বাড়িতে ছিলেন। ঘটনার সময় তিনি বাথরুমে গিয়েছিলেন। বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার শুনে এবং বোনকে জ্বলতে দেখে তিনি বেরিয়ে আসেন। বোনকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে বারাসত হাসপাতালে নিয়ে আসেন। অবস্থার অবনতি হলে সীমাকে আরজিকর হাসপাতালে স্থানান্তিত করা হয়।

সুমন মণ্ডল বলেন, 'বোনের গায়ে আগুন দিয়ে ঘরে আটকে দিয়েছিল। দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করি।' তার অভিযোগের ভিত্তিতে দেগঙ্গা থানায় পুলিশ সীমার শ্বশুর শিবু মল্লিক এবং শাশুড়ি গীতা মল্লিককে আটক করেছে। সীমার আট মাসের ছেলে সায়ন মল্লিক বাপের বাড়ির লোকজনের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।তবে তাঁর স্বামী পলাতক।

দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছে সীমার বাপের বাড়ির লোকজন।

বহরমপুরে ট্রাক্টরের ধাক্কায় মৃত ৩ বাইক আরোহী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর : পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৩ জনের। রবিবার সন্ধেয় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বড়ঞা থানার হলদিয়া-ফরাক্কা বাদশাহি সড়কের উপর অবস্থিত সুন্দরপুরে।ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একজনের। পরে রাতেই কান্দি হাসপাতালে মৃত্যু হয় আরেকজনের। সোমবার সকালে তৃতীয় জনের মৃত্যু হয় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। মৃতদের নাম রাইহান শেখ (২৭), রাহুল শেখ (১৬), ও ময়না শেখ (১৫)। প্রথম জনের বাড়ি বীরভূম জেলার লাভপুর পশ্চিমপাড়া। বাকি দু'জন লাভপুর থানার কুসুলির বাসিন্দা। এই দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন ট্রাক্টর চালক বাবুল শেখ। তাঁর বাড়ি বড়ঞা থানার কয়থা এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃতরা রাজমিস্ত্রির কাজ করে একই বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। কারও মাথায় হেলমেট ছিল না। একই সময় বিপরীত দিক থেকে একটি ট্রাক্টর কয়থার দিকে যাচ্ছিল। সুন্দরপুরে ট্রাক্টর চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটর বাইকে ধাক্কা মারে। এরপরই নয়নজুলিতে উল্টে যায় ট্রাক্টরটি। ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় বাইক চালক রাইহান শেখের।আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাকিদের কান্দি মহকুমা হাসপাতালে আনা হলে রাতেই মৃত্যু হয় বাইক আরোহীর বাকিদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল। রবিবার সকালে সেখানে মৃত্যু হয় ময়না শেখের। বড়ঞা থানার পুলিশ ট্রাক্টরটি আটক করেছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তায় দাঁড়িয়ে পুলিশের তোলা তোলার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

হাওড়া হাসপাতাল থেকে পলাতক আসামি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : সোমবার দুপুরে অবাঞ্ছিত ঘটনার সাক্ষি রইল হাওড়া হাসপাতাল চত্বর। এদিন হাওড়ার সাঁকরাইল থেকে ধৃত এক আসামীকে হাওড়া আদালতে তোলার আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাওড়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে পুলিশের অসাবধানতায় সেই আসামি পালায়। তার পিছনে ধাওয়া করে পুলিশকর্মীরা। কিন্তু এই প্রতিবেদনটি লেখা পর্যন্ত তাকে ধরতে পারেনি পুলিশ। জানা গিয়েছে হাওড়ার সাঁকারাইলে চুরি, ডাকাতির জন্য ওই আসামীকে ধরা হয়েছিল। ভরদুপুরে এরকমভাবে আসামি পালানোর ঘটনায় হতবাক সকলে। এই ঘটনায় পুলিশি নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

উলুবেড়িয়ায় বিজেপি কর্মীকে মারধর

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : রাজনৈতিক অস্থিরতা অব্যাহত হাওড়ার উলুবেড়িয়ায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকেই হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় রাজনৈতিক অশান্তি লেগেই ছিল।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরও তা অব্যাহত। তৃণমূল কংগ্রেসে ও বিজেপির মধ্যে বিবাদ আজ সকলের মুখে মুখে। হাওড়া সহ গোট রাজ্যে রাজনৈতিক দল হিসাবে দ্বিতীয় দল হিসাবে উঠে এসেছে বিজেপি।

এই দুই দলের কলহ হাওড়ার গ্রামীণ এলাকায় লেগেই আছে। ক'দিন আগে হাওড়ার উলুবেড়িয়ার বাগানান ও জগৎবল্লভপুরে দুই তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছেন। এই দুই ক্ষেত্রেই অভিযোগের তির ছিল বিজেপির বিরুদ্ধে। তার আগে আবার তৃণমূল সদস্যরা বিজেপি কর্মীদের মারধর ও ঘড় ভেঙে বা পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগও ছিল ভূরিভূরি, ঠিক সেরকমই রবিবার রাতে হাওড়ার উলুবেড়িয়া থানার ধুলাসিমলা গ্রামে এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুরও করা হয় বলে অভিযোগ। বিজেপি কর্মীর স্ত্রীকে টেনে এনে শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।আহত বিজেপি নেতা সুদর্শন মণ্ডল আশঙ্কাজনক অবস্থায় উলুবেড়িয়া হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এই হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল।

বাঁধ ভেঙে চাষের জমি প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা গ্রামবাসীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ : আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বর্ষা ঢুকবে, এখবর আবহাওয়া দফতরসূত্রে। সুন্দরবন এলাকার প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। সুন্দরবন এলাকার নদী বাঁধের কাজকর্ম চলছে। মৌসুমী, বাগডাঙ্গা, বালিয়াড়া, সাগরের বোটখালির বাসিন্দারা প্রহর গুণছিল। কারণ নদীবাঁধ পুরোপুরি তৈরি হয়নি। অপরদিকে স্থানীয় সেচ দফতর সূত্রে খবর, ব্রিক ব্লক পিচি আয়লা বাঁধ ইত্যাদির। কাজের টেন্ডার হয়ে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি জায়গায় ঠিকাদাররা কাজ করছেন। বড় কোনও দুর্যোগ না হলে আশা করা যায় চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। তবে স্থানীয় সূত্রে খবর, নামখানা এলাকায় গতবছর বাঁধ ভেঙে যে সব জায়গায় জল ঢুকেছিল সেখানে মাটি দিয়ে সাময়িকভাবে মেরামতির কাজ হয়েছে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের কোটালে সেইসব বাঁধ ভেঙে জল ঢোকার আশঙ্কা রয়েছে। সেচমন্ত্রী বদল হয়েছে। এখন নতুন সেচমন্ত্রী কবে সুন্দরবন এলাকা পরিদর্শনে আসেন সেটাই অপেক্ষার।

সংশোধনী

গত ০৫.০৬.২০১৮-এ পুনঃ প্রকাশিত এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড-এর নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের একটি সংশোধনী ০৬.০৬.২০১৮-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এর সঙ্গে আরও দু'টি সংশোধনী উক্ত পুনঃ প্রকাশিত এন পি আর ফিনান্স লিমিটেড-এর আর্থিক ফলাফলে পড়তে হবে ঃ ক) ক্রমিক নং ১-এর বিবরণে মোট কাজের থেকে আয় (নিট)-এর পরিবর্তে ''মোট কাজের থেকে আয়'' ও খ) ক্রমিক নং ৪-এর বিবরণে নিট লাভ/ক্ষতি সময়কালীন করের পরে (ব্যতিক্রমী বিষয় ও অন্যান্য বিষয়সমূহের পরে)-এর পরিবর্তে ''নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালীন করের পরে (ব্যতিক্রমী বিষয় এবং/অথবা অন্যান্য বিষয়সমূহের পরে)''। মুদ্রণ প্রমাদের জন্য দুঃখিত।

CHANGE OF NAME

I Md. FAZLULLAH MOLLA S/o Kachhar Molla R/o vill.Nimkuria , Joypur, Kasipur, South 24–pgs . Pin-743502 declare that my previous name was Fajalullaha Molla (old name).As per Affidavit before the Notary Public, Kolkata on 08-06-2018 I became known as Md. FAZLULLAH MOLLA.

CHANGE OF NAME

I, "GYAN PRAKASH (NEW NAME), PREVIOUSLY CALLED GYAN PRAKASH VERMA (OLD NAME), SON OF SRI BANWARI PRASAD VERMA, RESIDENT OF AL-7, SECTOR-2, SALT LAKE CITY, NEAR TANK NO. 8, P.S. BIDHAN NAGAR EAST, KOLKATA-700091, W.B. INDIA, HEREBY SOLEMNLY DECLARE THAT I WILL BE KNOWN / PRONOUNCED AS "GYAN PRAKASH" (NEW NAME) IN ALL THE GOVERNMENT / PRIVATE DOCUMENTS WITH IMMEDIATE EFFECT VIDE NOTARY PUBLIC AFFIDAVIT BEFORE CMM'S COURT AT BANKSHALL COURT, KOLKATA ON 11.06.2018

CHANGE OF NAME

I, "BABITA DEVI BAID (NEW NAME), PREVIOUSLY CALLED BABITA BAID (OLD NAME), WIFE OF MANOJ KUMAR BAID, DOING-HOUSEWIFE, RESIDENT OF 4TH FLOOR, FLAT NO. 401, 40/1, SAILO KUMAR MUKHERJEE ROAD, P.S. GOLABARI, P.O. & DIST-HOWRAH-711101, W.B. INDIA, HEREBY SOLEMNLY DECLARE THAT I WILL BE KNOWN / PRONOUNCED AS "BABITA DEVI BAID" (NEW NAME) IN ALL THE GOVERNMENT / PRIVATE DOCUMENTS WITH IMMEDIATE EFFECT VIDE NOTARY PUBLIC AFFIDAVIT BEFORE CMM'S COURT AT BANKSHALL COURT, KOLKATA ON 30.05.2018

CHANGE OF NAME

I, SOMA GHOSH WIFE OF APU GHOSH RESIDENT OF RABINDRANAGAR PASCHIMPARA, KULIHANDA, CHINSURAH, MOGRA, HOOGHLY-712103 , W.B , SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS " MUKTI GHOSH" VIDE AN AFFIDAVIT BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 08/06/2018.

CHANGE OF NAME

I, MOSTAFIJUR RAHAMAN SON OF BAHADUR ALI MANDAL RESIDENT OF MAHESHPUR, TARAGUNIA, BADURIA, 24 PGS NORTH , PIN-743401 , W.B , SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS " MD.MOSTAFIZUR RAHAMAN" VIDE AN AFFIDAVIT BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 08/06/2018 .

CHANGE OF NAME

I MOHAMMED YASEEN S/o Kalicharan Biswakarma R/o vill-Hanuman Charai, Barakar, P.O. & P.S – Kulti, Dist – Bardhaman-713324 declare that My Previous name was KRISHNA BISWAKARMA (old name).As per Affidavit on Notary public City Civil Court at Kolkata on 09 -06-2018 I became known as MOHAMMED YASEEN.